রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরপরিবারের অন্যান্য লেখকদের উৎসাহে বিভিন্ন সময়ে ভারতী (১৮৭৭), হিতবাদী (১৮৯১), সাধনা (১৮৯১) এবং বালক (১৮৮৫), এই পত্রিকা কয়েকটি প্রকাশিত হয়। ভারতীর বিঘোষিত নীতি ছিল 'জ্ঞানালোচনার সময়ে স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ' হয়ে যেখানে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, 'তাই নত মস্তকে গ্রহণ' করা এবং 'ভাবালোচনার সময়ে স্বদেশী ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে' দেখা। ভারতী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসরের কিশোর। কিন্তু সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তখন থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন এবং অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। পরবর্তীকালে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতী সম্পাদনা করেছেন। হিতবাদীকে হয়ত ঠিক ঠাকুর পরিবারের পত্রিকা বলা চলে না, কারণ এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং শেয়ার বিক্রি করে একটা কোম্পানী খুলে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং পত্রিকা পরিচালনা বিষয়ে তিনিই ছিলেন উদ্যোগী। হিতবাদীতেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হয়। একই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধনা নামক মাসিক-পত্রটি প্রকাশিত হয়। তিনি তিন বৎসর সম্পাদক ছিলেন, চতুর্থ বৎসরে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা

ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা

Scanned with CamScanner

আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।'

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উৎসাহে এবং তাঁরই সম্পাদনায় ঠাকুর পরিবারের বালকদের জন্য বালক পত্রিকাটি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাড়ির ছেলেদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেবার জন্যে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকেও এই পত্রিকার রচনার ভার নিতে হয়। এক বৎসর চলবার পর বালক ভারতীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের আদর্শ এবং রুচি অনুযায়ী কাগজ পরিচালনা করতেন। কিশোরদের রুচি গঠন এবং শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণার ছাপ এই পত্রিকার সম্পাদনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিশোরদের গ্রহণ করবার শক্তি কম সুতরাং কিশোরপাঠ্য রচনায় বিষয়গুলি তরলভাবে পরিবেশন করা উচিত—এই জাতীয় ধারণা তিনি কখনো পোষণ করেননি। বালক পত্রিকার রচনাবলী তাই কখনো গুরুত্বহীন এবং তরলিত হত না। শিখগুরুদের কাহিনী নিয়ে রচিত 'কথা'র কবিতাগুলি, 'রাজর্ষি' উপন্যাস, 'মুকুট' নাটক এবং বহু প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ-রচনা বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাহিত্য' ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি এক সময়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমদিকে সাহিত্য পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি তখনকার দিনের খ্যাতিমান লেখকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর-পরিবারের বিরুদ্ধগোষ্ঠীর মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছেন। সাহিত্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনা আজ মূল্যহীন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কী প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত হিসাবে সাহিত্য পত্রিকার রবীন্দ্র বিরোধী রচনাগুলির কিছু মূল্য আছে।

সাহিত্য : ১৮৯০

Scanned with CamScanner

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। সবুজপত্র বাঙলা সাহিত্যের 'একটি নূতন ভূমিকা রচনা' করেছিল। চিত্তের জড়তা এবং সর্বপ্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধে 'সবুজপত্র' যেন বিদ্রোহ জাগাতেই এসেছিল। পত্রিকাটির সবুজরঙের প্রচ্ছদপট ছিল যৌবনের প্রতীক, যৌবনের শক্তি এবং সৌন্দর্য সবুজপত্রের রচনাবলীতেও রূপ পেত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর সব চেয়ে বড়ো সহায়। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর রচনায় পত্রিকাটির অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকত। সাহিত্যের আদর্শ এবং ভাষার আদর্শ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করেন। সাহিত্যে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষাই একমাত্র বাহন হওয়া উচিত—প্রমথ চৌধুরীর এই ব্যক্তব্য সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ চলতি বাঙলাকেই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলেন। প্রমথ চৌধুরী প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে যা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিতে সেই আদর্শের অনুবর্তন করে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের সারবত্তা তর্কাতীত ভাবে প্রমাণ করে দিতেন। সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী, বলাকার অধিকাংশ কবিতা, লিপিকা প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সবুজপত্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী নিজেও বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন সবুজ পত্রের মাধ্যমে। সাহিত্যের সর্বাত্মক প্রয়োজনে চলতি ভাষা ব্যবহার সবুজপত্রের আন্দোলনের ফলেই প্রচলিত হতে পেরেছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতিমানের বিচারে বাঙলা সাহিত্যের মূল্যবিচার প্রমথ চৌধুরীই প্রথম করেন, এবং এইভাবে তিনি বাঙালি লেখকদের সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রখর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যাঁরা সবুজপত্রের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, সুরেশ চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সবুজপত্র ঃ ১৯১৪

সবুজপত্রের পরে আর একটি প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কল্লোলে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী

Scanned with CamScanner

সংঘবদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন সৃষ্টি করেন তাঁদেরই চেষ্টায় ঢাকা থেকে 'প্রগতি' (১৯২৭) এবং কলকাতা থেকে 'কালিকলম' (১৯২৬) প্রকাশিত হয়েছিল। কল্লোল-এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। প্রথমে চার আনা মূল্যের একটি গল্পের কাগজ হিসেবে কল্লোল প্রকাশিত হয়, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই কল্লোল প্রতিভাশালী উদীয়মান তরুণ লেখকদের মুখপত্র হয়ে ওঠে। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র প্রতিভার সমাবেশ হয়েছিল তাঁদের জীবন দৃষ্টি বা রচনারীতিতে হয়ত ঐক্য ছিল না, কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যেই বাঙলা সাহিত্যকে নতুন কোনো পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন—তার পরেও সাহিত্যে করণীয় কিছু আছে কিনা তারই পরীক্ষায় এই লেখকেরা নিজেদের শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী, আধুনিক কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি—তার উৎস কল্লোলে। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে—প্রভৃতি কবিদের প্রতিষ্ঠা আজ তর্কাতীত। এরা বাঙলা কবিতায় নতুন রীতি প্রবর্তনের আন্দোলন কল্লোল পত্রিকাতেই সূচনা করেছিলেন। গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিষয় এবং প্রকাশ রীতির দিক থেকে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুত বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের প্রধান লেখকরা সকলেই তরুণ-বয়সে কল্লোল-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের কারো কারো মধ্যে রবীন্দ্র বিরোধী মনোভাব হয়ত তীব্র ছিল, কেউ বা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করবার ঝোঁকে অতি আধুনিকতা প্রবর্তন করতে গিয়ে শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাতে চেয়েছেন, তবুও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে গল্প-উপন্যাস এবং কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে নতুন সৃষ্টির ধারা কল্লোলের লেখকেরাই অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

কল্লোল : ১৯২৩

Scanned with CamScanner

কোরক: কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। [illegible] [illegible] এই পত্রিকার সম্পাদক। কোরক ১৩৮৩ সালে বৈশাখ মাসে (১ লা মার্চ, ১৯৭০) প্রথম প্রকাশিত হয়। [illegible] এর [illegible] এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার সব সংখ্যাতেই বিষয়ভিত্তিক [illegible] এবং এক বছরে দুটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র, ধর্মদর্শন, ইতিহাস ও [illegible] বিষয়ে প্রকাশিত হয়।

[illegible] বিষয়ভিত্তিক এই পত্রিকার [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible], বিভূতিভূষণ, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রমুখ এই পত্রিকায় লিখেছেন।

প্রথম [illegible] সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রমুখ এই পত্রিকায় [illegible]। ১৯৬৯–৭০ সালে কোরক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়।

প্রতিভাস পত্রিকা: [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিভাস পত্রিকা প্রকাশিত হয়।